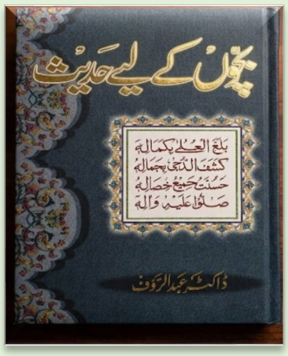
শিশুদের হাদিস পাঠ

ড. আব্দুর রঊফ



অনুবাদ

মাহমুদুর রশীদ

انتساب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام
جن کی پیاری پیاری باتیں زندگی سنوارتی ہیں

উৎসর্গ

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি,

যাঁর প্রিয় প্রিয় কথাগুলো জীবনকে সুন্দর করে তোলে।

– ড. আব্দুর রঊফ

শুরুর কথা

"শিশুদের জন্য কুরআন"-এর পর এখন হাদিসের এই সংকলনটি আপনার সামনে পেশ করা হয়েছে। এই বইটি সংকলনের সময় হাদিসের বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চমানের কিতাব দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। যে সকল বন্ধুরা আমাকে এই কাজে দিকনির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আসলাম মালিক এবং তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী জনাব হাফেজ আহমদ ইয়ার সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই বইটি সংকলনের মূল উদ্দেশ্য হলো—আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যে সুন্দর কথাগুলো বলেছেন এবং যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, সেগুলো অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা; যাতে শিশুরা সেই আলোকে নিজেদের চরিত্র ও জীবন গঠন করতে পারে।

– ড. আব্দুর রউফ

بسم الله الرحمن الرحيم

হাদিসের সাথে শিশুদের মিলমিশ

প্রিয় শিশুরা! এই বইটি তোমাদের জন্য সংকলন করা হয়েছে। এতে আমাদের প্রিয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কিছু অত্যন্ত মিষ্টি কথা এবং সুন্দর সুন্দর কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবীর শিক্ষা ও উপদেশ থেকে সারা বিশ্বের মানুষ উপকৃত হয়েছে। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য তাঁর কথার চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে? এই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে তোমরা এক ধরণের বিশেষ আনন্দ অনুভব করবে। এগুলোর ওপর আমল করো; এতে তোমাদের অনেক বড় উপকার হবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা সফল হবে।

প্রিয় নবীজি (সা.)-এর প্রিয় প্রিয় বাণী এবং ভালো ভালো কাজ

"হাদিস" একটি আরবি শব্দ যার অর্থ হলো: নতুন কথা, কথা বলা, বর্ণনা করা, খবর দেওয়া, উল্লেখ করা, বর্ণনা বা কাহিনী ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় "হাদিস" একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর পবিত্র বাণী এবং তাঁর করা কাজের বর্ণনাকেই হাদিস বলা হয়।

হাদিসের প্রকারভেদ

নবী করীম (সা.) যা কিছু বলেছেন এবং যে কাজগুলো করেছেন, সেগুলোর বর্ণনাকেই হাদিস বলা হয়। হাদিসের কয়েকটি প্রকার নিচে দেওয়া হলো:

১. ঐসব প্রিয় ও চমৎকার বাণীসমূহ যা রাসূল (সা.) সময়ে সময়ে বলতেন। ২. ঐসব উপদেশ ও হেদায়াত যা তিনি মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য দিতেন। ৩. ঐসব নেক কাজের বর্ণনা যা তিনি তাঁর নেক সাথীদের (সাহাবীগণ) সামনে করেছেন। ৪. তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঐসব ঘটনা যা তাঁর পরিবারের সদস্যরা বর্ণনা করেছেন।

হাদিসের ২৩ বছর

মহান আল্লাহ আমাদের নবী (সা.)-কে হিজরি সাল শুরু হওয়ার ১৩ বছর আগে নবুওয়াত দান করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। তাঁর নবুওয়াতের সময়কাল ছিল ২৩ বছর এবং ১১ হিজরিতে তাঁর ওফাতের (মৃত্যু) মাধ্যমে এই সময়কাল শেষ হয়; তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। নিজের এই ২৩ বছরের নবুওয়াতের জীবনে তিনি মানুষের হেদায়েতের জন্য অসংখ্য ভালো কথা বলেছেন এবং নেক কাজ করেছেন। এই সব ভালো কথা ও কাজের বর্ণনাকেই হাদিসের সংকলন বলা হয়।

হাদিস প্রচারের প্রাথমিক যুগ

রাসূল (সা.) যখনই কোনো কথা বলতেন, সাহাবায়ে কেরাম তা তৎক্ষণাৎ মুখস্থ করে নিতেন। যারা লিখতে জানতেন, তারা লিখেও নিতেন। এরপর এই মানুষগুলো যেখানেই যেতেন, রাসূল (সা.)-এর বলা কথাগুলো প্রচার করতেন। তাঁর

ওফাতের পর মুসলমানরা বিশ্বের মানুষকে বর্বরতা, অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে বের করে আনার কাজ চালিয়ে যান। তারা নেকি ও জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রচার-প্রসারের এক মহান সিলসিলা শুরু করেন। সাহাবায়ে কেরাম মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বেরিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন। তারা যেখানেই গিয়েছেন, মানুষকে কুরআন শরীফ এবং হাদিসে নববীর আলোয় আলোকিত করেছেন। এভাবে রাসূল (সা.)-এর প্রতিটি কথা খুব দ্রুত মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ এই শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবন সুন্দর করে গড়ে তুলতে শুরু করে।

প্রিয় নবীজি (সা.)-এর জীবদ্দশায় হাদিসের সংকলন

হাদিসগুলো এক জায়গায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করার কাজ রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বেশ কিছু সাহাবী হাদিসের ছোট-বড় অনেক সংকলন তৈরি করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক সংকলনগুলোর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.)-এর তৈরি করা সংকলনটি খুবই বিখ্যাত; যার নাম "আস-সাহিফাতুস সাদিকা"। এতে রাসূল (সা.)-এর এক হাজার হাদিস লিপিবদ্ধ ছিল। এছাড়া হযরত আলী (রা.), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং হযরত জাবের (রা.)-এর হাদিস সংকলনগুলোও নবী করীম (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

খিলাফতে রাশেদার যুগে হাদিসের সংকলন

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর ইসলামের শিক্ষা প্রচারের সৌভাগ্য তাঁর সাহাবীগণেরই হয়েছিল। তাদের মধ্যে তাঁর চারজন উত্তরসূরি বা খলিফা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নাম হলো: (১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), (২) হযরত উমর ফারুক (রা.), (৩) হযরত উসমান গণি (রা.) এবং (৪) হযরত আলী মুর্তজা (রা.)। রাসূল (সা.)-এর এই চার খলিফাকে "খুলাফায়ে রাশেদিন" এবং তাঁদের শাসনকালকে "খিলাফতে রাশেদা" বলা হয়।

খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়েও হাদিসের অনেক সংকলন তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর তৈরি করা সংকলনটি খুবই বিখ্যাত। এতে পাঁচশ হাদিস অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া হযরত হাসান (রা.), হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-ও নিজ নিজ হাদিস সংকলন তৈরি করেছিলেন।

খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর খিদমত

খিলাফতে রাশেদার পর বনু উমাইয়া বংশের শাসন শুরু হয়। উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) বনু উমাইয়ার অষ্টম খলিফা ছিলেন। তিনি আধুনিক যুগে হাদিস সংগ্রহের কাজকে নতুন করে বিন্যস্ত ও ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর শাসনের সময়কাল ছিল ৯৯ হিজরি থেকে ১০১ হিজরি পর্যন্ত। এ সময় ইসলামের পতাকা বিশ্বের এক বিশাল অংশ জুড়ে উড়ছিল। স্পেন, আলজেরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিশর, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান এবং এশিয়ার অনেক দেশ যেমন তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই সব দেশেই রাসূল (সা.)-এর হাদিসের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছিল। খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) অনুভব করলেন যে, যদি এই সমস্ত হাদিস একত্রিত করে একটি বড় কিতাব বা সংকলনের রূপ দেওয়া না হয়, তবে এগুলো হারিয়ে যাওয়ার

আশঙ্কা আছে। তাই তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত গভর্নর এবং আলেমদের আদেশ দেন যে, রাসূল (সা.)-এর যে কোনো হাদিস যেখানেই পাওয়া যাবে, তা যেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লিখে রাজধানী দামেস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হাদিসসমূহকে একত্রিত করে একটি বিশাল কিতাবি রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) যে গভীর আগ্রহ, সতর্কতা এবং নিয়মতান্ত্রিকতা দেখিয়েছেন, তার তুলনা পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর এক বিশেষ ফরমান বা আদেশে লিখেছিলেন:

"রাসূল (সা.)-এর বাণীসমূহ অনুসন্ধান করে তা লিপিবদ্ধ করো। কারণ আমি ইলমে হাদিস (হাদিসের জ্ঞান) মিটে যাওয়া এবং ওলামায়ে কেরামের বিদায় নেওয়ার আশঙ্কা করছি। দেখো! সাবধান! নবী করীম (সা.)-এর হাদিস ছাড়া আর কারো কোনো কথা গ্রহণ করবে না এবং তা লিখবেও না।"

তাঁর এই আদেশের পর হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার দামেস্কের অফিসে পৌঁছাতে শুরু করে। তিনি এই সমস্ত সংকলন একত্রিত করেন।

তিনি সংগৃহীত সমস্ত হাদিস লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এভাবে রাসূল (সা.)-এর হাদিসের বিভিন্ন সংকলন একত্রিত হয়ে একটি বিশাল সংগ্রহের রূপ নেয়। এরপর খলিফা এই সংগ্রহের অনেকগুলো অনুলিপি (কপি) তৈরি করান এবং প্রতিটি দেশের প্রধান মসজিদে একটি করে কপি পাঠিয়ে দেন, যাতে রাসূল (সা.)-এর পবিত্র বাণী এবং নেক আমলের বর্ণনা থেকে বেশি বেশি মানুষ উপকৃত হতে পারে।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর কিতাব 'মুয়াত্তা'

খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর পর হাদিসসমূহকে বিধিবদ্ধভাবে সংগ্রহ করার এবং সেগুলোকে বিশাল পরিসরে প্রচার করার সৌভাগ্য যে বুজুর্গ লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম আবু আবদুল্লাহ মালিক বিন আনাস। তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম হলো ইমাম মালিক (রহ.) । তিনি অনেক বড় আলেম ছিলেন। ইমাম মালিক ৯৩ হিজরিতে মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরিতে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৬২ বছর পর্যন্ত মানুষকে হাদিসের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত কিতাবের নাম "মুয়াত্তা"। এই কিতাবে রাসূল (সা.)-এর হাদিসসমূহকে অত্যন্ত সতর্কতা ও নিপুণতার সাথে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, কিতাবটি পড়লে মনে হয় একটি সাজানো ফুলের বাগান দেখছি। ইমাম মালিক (রহ.) ১৩০ হিজরিতে মুয়াত্তা লেখা শুরু করেন এবং ১৪০ হিজরিতে এটি সম্পন্ন করেন। মুয়াত্তায় ১,৭২০টি হাদিস রয়েছে। এটি হাদিসের প্রথম সুসংগঠিত সংকলন এবং একে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর কিতাব 'মুসনাদ'

মুয়াত্তার পর হাদিসের আরও অনেক কিতাব সংকলিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি বিখ্যাত কিতাব হলো "মুসনাদ"। এটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) সংকলন করেছেন। তিনি ইমাম হাম্বল নামেও পরিচিত। তিনি ১৬৪ হিজরিতে ইরাকের বাগদাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম হাম্বল অত্যন্ত মেধাবী, ধার্মিক এবং সকলের প্রিয় আলেম ছিলেন। তাঁর এই কিতাবে ৩০ হাজার হাদিস রয়েছে।

হাদিসের বিখ্যাত ছয়টি সংকলন

'মুয়াত্তা' এবং 'মুসনাদ'-এর মতোই হাদিসের আরও অনেক সংকলন বিভিন্ন সময়ে তৈরি হতে থাকে। হাদিসের যে ছয়টি সংকলন সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করেছে সেগুলোকে "সিহাহ সিত্তা" (অর্থাৎ ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব) বলা হয়। কিতাবগুলোর নাম হলো: (১) সহীহ বুখারী, (২) সহীহ মুসলিম, (৩) জামে তিরমিযী, (৪) সুনানে আবু দাউদ, (৫) সুনানে নাসাঈ এবং (৬) সুনানে ইবনে মাজাহ।

(১) সহীহ বুখারী

এই বিখ্যাত সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন বিশ্বখ্যাত আলেম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন মুগীরা। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো ইমাম বুখারী (রহ.) । তিনি ১৯৪ হিজরিতে ইরানের বিখ্যাত শহর বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরিতে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এটি "সহীহ বুখারী" নামেই বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

ইমাম বুখারী ১৬ বছর ধরে নিরলস গবেষণা এবং ৬ লক্ষ হাদিস যাচাই-বাছাই করার পর তাঁর এই কিতাবটি প্রস্তুত করেন। এতে ৭,২৭৫টি হাদিস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সহীহ বুখারীকে হাদিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব মনে করা হয়।

(২) সহীহ মুসলিম

সহীহ বুখারীর পর হাদিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব হলো সহীহ মুসলিম। এটি যিনি সংকলন করেছেন সেই মহান বুজুর্গ হলেন ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী। তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম হলো ইমাম মুসলিম (রহ.) । তিনি ২০৪ হিজরিতে ইরানের নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬১ হিজরিতে ৫৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম মুসলিম ১৫ বছর পরিশ্রম করে ১২ হাজার হাদিস সংগ্রহ করে তাঁর এই সংকলনটি প্রকাশ করেন।

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমকে একত্রে "সহীহাইন" বলা হয়, যার অর্থ "দুটি সহীহ কিতাব"। একইভাবে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উভয়কে একত্রে "শাইখাইন" বলা হয়। যে হাদিসটি সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম উভয় কিতাবেই পাওয়া যায়, তাকে "মুত্তাফাকুন আলাইহি" বলা হয়। অর্থাৎ এমন এক হাদিস যার সত্যতার ওপর ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম একমত হয়েছেন। মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

(৩) জামে তিরমিযী

সিহাহ সিত্তার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হলো জামে তিরমিযী। হাদিসের এই বিখ্যাত সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা। তাঁকে ইমাম তিরমিযীও বলা হয়। ২০৯ হিজরিতে বর্তমান উজবেকিস্তানের তিরমিয শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৯ হিজরিতে সেই শহরেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর এই কিতাবে ৩,৯৫৬টি হাদিস রয়েছে। ইলমে হাদিসের জগতে তাঁর এই কিতাবের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৪) সুনানে আবু দাউদ

হাদিসের বিখ্যাত ছয়টি কিতাবের মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে সুনানে আবু দাউদ। এটি সংকলন করেছেন মহান আলেম ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস। তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম হলো ইমাম আবু দাউদ। তিনি ২০২ হিজরিতে সিজিস্তানে

জন্মগ্রহণ করেন যা বর্তমান আফগানিস্তানের কাছাকাছি অবস্থিত। ইমাম আবু দাউদ ২৭৫ হিজরিতে ৭৩ বছর বয়সে বসরায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর কিতাবে ৪,৮০০টি হাদিস রয়েছে।

(৫) সুনানে নাসাঈ

হাদিসের পঞ্চম বিখ্যাত সংকলনটি হলো সুনানে নাসাঈ। এটি সংকলন করেছেন ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শুয়াইব নাসাঈ। তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম হলো ইমাম নাসাঈ। তিনি ২১৪ হিজরিতে ইরানের খোরাসান প্রদেশের নাসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

(৬) সুনানে ইবনে মাজাহ

সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ ও শেষ কিতাবটি হলো সুনানে ইবনে মাজাহ। এটি সংকলন করেছেন ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ। তাঁর সংক্ষিপ্ত ও পরিচিত নাম হলো ইমাম ইবনে মাজাহ। তিনি ২০৯ হিজরিতে ইরানের বিখ্যাত শহর কাজভিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৩ হিজরিতে ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। সুনানে ইবনে মাজাহ এর মধ্যে চার হাজার হাদিস উল্লেখ আছে।

হাদিসের অন্যান্য সংকলন

হাদিসের এই ছয়টি বিখ্যাত কিতাব ছাড়াও অন্যান্য আলেম ও মুহাদ্দিসগণ আরও অনেক মূল্যবান হাদিস সংকলন তৈরি করেছেন। এই বইয়ে সেগুলোর মধ্য থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সংকলনগুলো নিচে দেওয়া হলো: (১) সুনানে দারেমী (২) সুনানে বায়হাকী

(১) সুনানে দারেমী

এই কিতাবের লেখকের নাম আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী। তাঁকে ইমাম দারেমী উপাধিতে স্মরণ করা হয়। তিনি ১৮১ হিজরিতে সামরকন্দ (উজবেকিস্তান) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর উত্তম চরিত্র এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য খুব বিখ্যাত ছিলেন। ইমাম দারেমী (রহ.) তাঁর এই কিতাবে ৩,৫৫৩টি হাদিস অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(২) সুনানে বায়হাকী

হাদিসের এই সংকলনটি তৈরি করেছেন আবু বকর আহমদ বিন আল-হুসাইন আল-বায়হাকী। তাঁর সংক্ষিপ্ত ও পরিচিত নাম হলো ইমাম বায়হাকী। তিনি ৩৮৪ হিজরিতে ইরানের বিখ্যাত শহর নিশাপুরের 'বায়হাক' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৫৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

মিশকাতুল মাসাবীহ

শিশুদের জন্য হাদিসের তালিম বা শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিসের যে কিতাবটি সবচেয়ে বেশি সমাদৃত, সেটির নাম "মিশকাতুল মাসাবীহ"। হাদিসের এই বিখ্যাত সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন ইমাম ওয়ালীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ

খতিবে তাবরিযী। তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম হলো খতিবে তাবরিযী। তিনি অষ্টম হিজরি শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। খতিবে তাবরিযী (রহ.) ইরানের বিখ্যাত শহর তাবরিযে জন্মগ্রহণ করেন। মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে ৫,৯৪৫টি হাদিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হাদিসের এই সংকলনটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। বর্তমানে সারা বিশ্বের ইসলামী মাদ্রাসাগুলোতে হাদিসের কিতাবগুলোর মধ্যে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।

হাদিসের দুটি অংশ

প্রতিটি হাদিসকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথম অংশকে 'সনদ' এবং দ্বিতীয় অংশকে 'মতন' বলা হয়। প্রতিটি হাদিস শুরু হয় 'সনদ' দিয়ে, যা থেকে জানা যায় যে, এই কথাটি কার কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এর পরবর্তী অংশ অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর মূল কথা বা কাজকে 'মতন' বলা হয়। হাদিসের আসল শিক্ষা এবং ইবারত এই 'মতন' থেকেই বোঝা যায়।

হাদিসের এই দুই বুনিয়াদী অংশ বোঝার জন্য নিচের এই হাদিসটি লক্ষ্য করো:

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদিসে "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত..." অংশটি হলো 'সনদ'। আর এরপর রাসূল (সা.)-এর যে মূল কথাটি ("তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি...") শুরু হয়েছে, সেটি হলো 'মতন'।

শিশুদের জন্য হাদিস পড়ার উপকারিতা

আজকাল শিশুদের জীবন নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ ও অস্থিরতার সম্মুখীন। ঘর থেকে শুরু করে স্কুল বা খেলার মাঠ—সবখানেই ছোট-বড় নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে হতাশ হওয়া বা ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যদি তোমাদের কাছে রাসূল (সা.)-এর দেখানো পথ বা হাদিস থাকে, তবে তোমরা কখনোই বিভ্রান্ত হবে না।

জীবন গড়ার আদর্শ নমুনা: কুরআন শরীফ হলো আল্লাহর কালাম, যা মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। আর সেই কুরআনের শিক্ষার বাস্তব রূপ হলো রাসূল (সা.)-এর জীবন বা হাদিস। কুরআন বুঝতে হলে হাদিসের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—তা সে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, বড়দের সম্মান করা বা ছোটদের স্নেহ করাই হোক না কেন—রাসূল (সা.) আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রেখে গেছেন।

যদি তোমরা ছোটবেলা থেকেই এই হাদিসগুলো পড়ো এবং সে অনুযায়ী জীবন গড়ার চেষ্টা করো, তবে তোমরা জীবনের প্রতিটি ময়দানে সফল হবেই ইনশাআল্লাহ। তোমাদের মনে প্রশান্তি থাকবে এবং যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতেও তোমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

এ কথাও অনুভব করতে পারবে যে, একজন ভালো মুসলিম ঘরে এবং একটি সুন্দর ইসলামী দেশে জন্মানোর পরেও আমাদের প্রিয় নবীজি (সা.)-এর হাদিস সম্পর্কে একদমই অবগত না থাকা – এমনটি মোটেও ভালো কিছু নয় ।

নতুন শক্তি, নতুন সম্পদ ও নতুন সক্ষমতা

এই হাদিসগুলোর আলোতে তোমরা নিজেরাই এটা ফয়সালা করতে পারবে যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কী পার্থক্য এবং কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল পথ। যখন তোমাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ চেনার সক্ষমতা তৈরি হবে, তখন তোমরা নিজেদের ভেতরে এক নতুন শক্তি, নতুন সম্পদ ও নতুন উদ্যম অনুভব করবে যা তোমাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম করে তুলবে।

আমাদের প্রিয় নবীর (সা.) হাদিসগুলো পড়লে তোমাদের মধ্যে এক বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি ঘটবে। তোমাদের চিন্তা-ভাবনায় গভীরতা আসবে, তোমাদের কাজে নূরানি প্রভাব পরিলক্ষিত হবে এবং তোমাদের ব্যক্তিত্বে এমন এক আভা ফুটে উঠবে যা সারাবিশ্বের মানুষের জন্য রহমত ও বরকতের কারণ হবে। এক কথায়, প্রিয় নবীর (সা.) এই মিষ্টি কথাগুলো পড়লে এবং সে অনুযায়ী আমল করলে তোমরা আগের চেয়ে অনেক ভালো মানুষে পরিণত হবে।

আরবি শেখার সহজ উপায়: আরবি বিশ্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। মুসলমানদের ভাষা হওয়ার পাশাপাশি এটি বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বলা ও বোঝা হয়। এই মিষ্টি ভাষাটি শেখার উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না।

আরবি শেখার একটি সহজ পদ্ধতি হলো, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো বুঝে পড়া এবং দৈনন্দিন জীবনে সেগুলোর ব্যবহার শেখা। এই দিক থেকে দেখলে, এই বইটি শুধু তোমাদের চরিত্রই গঠন করবে না, বরং এটি তোমাদের জন্য আরবি ভাষা শেখার একটি সহজ মাধ্যম হিসেবেও কাজ করবে।

এই বইয়ের অধ্যায় ও বিন্যাস

এই বইটি মোট ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে: আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর এমন কিছু হাদিস দেওয়া হয়েছে যাতে ঈমান ও আখলাকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে: দৈনন্দিন জীবনের আদব ও নিয়ম-কানুন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে: ইলম বা জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে: পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে হাদিসগুলো সাজানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে: পানাহার ও মেহমানদারি বিষয়ক আদব বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে: পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য সম্পর্কে হাদিস রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়টি: উত্তম আচরণের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হলো: পিতামাতার সম্মান ও তাঁদের সেবা করা।

নবমম অধ্যায়: ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত? এর সাথে সম্পর্কিত হাদিসগুলো নবম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়: ইসলামে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের গুরুত্ব অনেক বেশি; এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো রয়েছে। একইভাবে ১১ ও ১২তম অধ্যায়ে এমন হাদিস রয়েছে যা আমাদের চরিত্র ও ব্যবহার সুন্দর করতে সাহায্য করবে। শেষ অধ্যায়ে জান্নাত ও দোযখ সম্পর্কিত কিছু সহজ বর্ণনার মাধ্যমে পরকালের বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির বিন্যাস ও উপস্থাপনা: বইটির বিন্যাস বা সাজানোর ধরন এমন যে, প্রথমে প্রতিটি বিষয়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে যাতে সহজেই বিষয়টি বোঝা যায়। এরপর প্রতিটি শিরোনামের অধীনে সহজ ও ছোট ছোট হাদিস উপস্থাপন করা হয়েছে।

হাদিসগুলো যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে: ১. প্রথমে মূল আরবি পাঠ দেওয়া হয়েছে। ২. এরপর প্রতিটি শব্দের নিচে তার অর্থ দেওয়া হয়েছে যাতে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। ৩. এরপর হাদিসটির একটি সহজ ও সাবলীল অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। ৪. পরিশেষে, সেই হাদিসটি কোন কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে এবং কে বর্ণনা করেছেন (যেমন: বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি) তা উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিসগুলো এই নতুন আঙ্গিকে পেশ করার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের চরিত্র গঠন ও সংস্কার করার পাশাপাশি তাদের সামনে হাদিসের মূল রূপটি সহজ উপায়ে তুলে ধরা, যাতে তারা শুরু থেকেই সঠিক দ্বীনি জ্ঞান লাভ করতে পারে।

শিশুদের সাথে বড়রাও উপকৃত হবে

প্রিয় নবীর (সা.) এই মিষ্টি কথাগুলোকে যেভাবে এবং যে সহজ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা থেকে কেবল শিশুরাই নয়, বরং বড়রাও সমানভাবে উপকৃত হতে পারবে। এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সাথে সংকলন করা হয়েছে।

তোমরা ছাড়াও তোমাদের আম্মু-আব্বু এবং ঘরের অন্যান্য বড় সদস্যরাও যদি এই হাদিসগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন এবং আমল করার চেষ্টা করেন, তবে ইনশাআল্লাহ পুরো ঘরের পরিবেশ নূরানি ও বরকতময় হয়ে উঠবে। ছোটদের জন্য এই বইটি যেমন উপকারী, বড়দের জন্যও এটি দ্বীন শেখার একটি সহজ মাধ্যম হতে পারে।

<u>প্রথম অধ্যায়:</u>

আমাদের ঈমান

এই অধ্যায়ে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐসব হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোতে একজন মুসলমানের ঈমানের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই হাদিসগুলো নিচের বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করে:

১. ইসলাম কবুল করার উপকারিতা বা ফায়দা।

২. ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তি; অর্থাৎ: (ক) আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূল (সা.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া। (খ) নামাজ। (গ) জাকাত। (ঘ) হজ। (ঙ) রোজা।

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বত বা ভালোবাসার গুরুত্ব। ৪. মুনাফিক (যারা মুখে নিজেদের মুসলমান দাবি করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না)-দের চেনার উপায়।

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছে, সে অবশ্যই সফল হয়েছে।" *সহীহ মুসলিম*

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর রাখা হয়েছে: (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, (২) নামাজ কায়েম করা, (৩) জাকাত দেওয়া, (৪) হজ করা এবং (৫) রমজানের রোজা রাখা।" *(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)*

(٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান এবং জগতের সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।" *সহীহ বুখারী*

(٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যার মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক: (১) যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খিয়ানত করে; (২) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; (৩) যখন কোনো অঙ্গীকার করে, তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন কারো সাথে ঝগড়া করে, তখন গালিগালাজ করে।" – *(বুখারী ও মুসলিম)*

দ্বিতীয় অধ্যায়:

জীবনযাপনের বিভিন্ন আদব

এই অধ্যায়ে দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার শিষ্টাচার বা আদব সম্পর্কিত বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য এই অধ্যায়টিকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) সালামের আদব: প্রথম অংশে সালাম সম্পর্কিত হাদিসগুলো পেশ করা হয়েছে। এই হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, একে অপরের সাথে দেখা হলে প্রথমে সালাম দেওয়া এবং অন্যের সালামের উত্তর যথাযথভাবে দেওয়া কতটা জরুরি।

(খ) মুসাফাহা: দ্বিতীয় অংশে একে অপরের সাথে দেখা করার সময় আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে হাত মেলানোর গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

(গ) মুচকি হাসি ও সদালাপ: শেষ অংশে মানুষের সাথে দেখা করার সময় হাসিমুখে থাকা এবং প্রসন্নতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সবার সাথে অত্যন্ত হাসিমুখে দেখা করতেন এবং এটিই জীবনযাপনের সর্বোত্তম পদ্ধতি।

(ক)সালাম আদান প্রদান করা

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচলন করো"। *(সহীহ মুসলিম)*

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. متَّفقٌ عليه

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামের কোন কাজটি সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন, "খাবার খাওয়ানো, এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া"। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ. رَوَاهُ التِّرمذيُّ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "হে বৎস! যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমার পরিবারকে সালাম দিও। এতে তোমার নিজের এবং তোমার পরিবারের ওপর আল্লাহর বরকত নাজিল হবে"। *(জামে তিরমিযী)*

(٤) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ، وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোনো ঘরে প্রবেশ করো, তখন ঘরবাসীদের সালাম দাও। আর যখন ঘর থেকে বের হও, তখনও তাদের সালাম দিয়ে বিদায় নাও"। *(সুনানে বায়হাকী)*

(٥) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ.

رواه الترمذيُّ

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "কথা শুরু করার আগেই সালাম দেওয়া উচিত"। *(জামে তিরমিযী)*

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. متفقٌ عليه

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "ছোটরা বড়দের সালাম দিবে, পথচারী বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দিবে"। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ. رواه الْبيهقيُّ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয়, সে অহংকার থেকে মুক্ত" । *(সুনানে বাইহাকী)*

(٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُونَ.

رواه الترّمذيُّ وأبوداؤد

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম'। তিনি উত্তর দিলেন, লোকটি বসে গেলো, হুজুর (সা.) বললেন, "তার জন্য ১০টি নেকি।" এরপর আরেকজন এসে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। তিনি উত্তর দিলেন, লোকটি বসে গেলো, হুজুর (সা.) বললেন, "তার জন্য

২০টি নেকি।" অতঃপর তৃতীয় এক ব্যক্তি এসে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। তিনি উত্তর দিলেন, লোকটি বসে গেলো, হুজুর (সা.) বললেন, "তার জন্য ৩০টি নেকি নির্ধারিত হলো"। *(তিরমিযি ও আবু দাঊদ)*

(খ) পরস্পর মুসাফাহা করা

(١) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ، أَيَنْحَنِي لَهُ؟َ قَالَ: لَا. قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَفَيَأْخُذُهُ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ نَعَمْ. رواهُ الترمذيُّ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যখন তার কোনো ভাই বা বন্ধুর সাথে দেখা করে, তখন সে কি তার সামনে (সম্মানার্থে) ঝুঁকবে? তিনি বললেন, না। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, তবে কি সে তাকে জড়িয়ে ধরবে এবং চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তবে কি সে তার হাত ধরবে এবং মুসাফাহা করবে? নবী করীম (সা.) বললেন, হ্যাঁ। *(জামে তিরমিযী)*

(٢) عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ. رواه مالكٌ

হযরত আতা আল-খোরাসানী (রহ.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা একে অপরের সাথে মুসাফাহা করো (হাত মেলাও), এতে অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়।" *(মুয়াত্তা ইমাম মালিক)*

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا. رواه أحمد والترمذي وابنُ ماجةَ

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে, তখন তারা আলাদা হওয়ার আগেই তাদের (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" *(মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

(গ) হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رَوَاهُ التِّرمذيُّ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে বেশি আর কাউকে মুচকি হাসতে দেখিনি। *(জামে তিরমিযী)*

(٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. رواه البخاريُّ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী করীম (সা.)-কে কখনো এমনভাবে অট্টহাসি হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর তালু দেখা যায়; বরং তিনি সর্বদা মুচকি হাসতেন।" *(সহীহ বুখারী)*

তৃতীয় অধ্যায়:

ইলমের গুরুত্ব

ইলম হাসিল করা আমাদের সবার জন্য জরুরি এবং উপকারীও বটে। এই অধ্যায়টি পাঠ করলে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ইলম হাসিল করার ওপর কেন এত জোর দিয়েছেন। এই অধ্যায়ের হাদিসগুলোর মূল বিষয়বস্তু হলো:

১. ইলম হাসিল করা প্রতিটি মুসলমান নর ও নারীর ওপর ফরজ।

২. ইলম হাসিল করার জন্য যদি সুদূর কোনো দেশেও যেতে হয়, তবে সেখানে যাওয়া উচিত।

৩. মুসলমানদের নিকট ইলম হাসিল করা আল্লাহর পথে নেকির কাজে বের হওয়ার সমান।

(١) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ. رواه ابنُ ماجة

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন: "ইলম হাসিল করা প্রতিটি মুসলমান পুরুষ এবং প্রতিটি মুসলমান নারীর ওপর ফরজ।" *(ইবনে মাজাহ)*

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ. فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. رواه الترمذي

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন: "হিকমত বা জ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো সম্পদ। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে, সে-ই তার বেশি হকদার।" *(তিরমিযী)*

(٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

رواه الترمذيُّ والدارِميُّ

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য বের হলো, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে রইল।" *(তিরমিযী, দারেমী)*

চতুর্থ অধ্যায়:

সুস্থতা, পরিচ্ছন্নতা এবং পাক-পবিত্রতা

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতার ওপর অনেক জোর দিয়েছেন। এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে সহজ সহজ হাদিস সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি তিন ভাগে বিভক্ত:

(ক) প্রথম অংশে পেশাব-পায়খানা সম্পর্কিত জরুরি নির্দেশনা রয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় অংশে দাঁত পরিষ্কার করার (মিসওয়াক) গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিস পেশ করা হয়েছে।

(গ) গোসল এবং পবিত্রতা সম্পর্কিত নির্দেশনা এই অধ্যায়ের শেষ অংশে দেওয়া হয়েছে।

(ক) পেশাব-পায়খানা (মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম)

(١) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: نَهَانَا (رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ نَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ. رواه مسلم

হযরত সালমান (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) আমাদেরকে পায়খানা বা পেশাবের সময় কিবলার দিকে মুখ করতে নিষেধ করেছেন। *(সহীহ মুসলিম)*

(٢) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوْا. متفق عليه

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা শৌচাগারে যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করো না এবং তার দিকে পিঠও দিও না; বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করে বসো।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

*(**দ্রষ্টব্য:** মদিনার ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী কিবলা দক্ষিণ দিকে ছিল, তাই নবীজি পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ করতে বলেছিলেন। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কিবলা পশ্চিমে হওয়ায় এই নির্দেশনার আলোকে আমাদের উত্তর বা দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসতে হবে।)*

(খ) দাঁত পরিস্কার রাখা (মিসওয়াক করা)

(١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: মিসওয়াক মুখ পরিষ্কার রাখার মাধ্যম এবং রবের সন্তুষ্টি লাভের উপায়। *(বুখারীসহ একাধিক কিতাবে বর্ণিত)*

(٢) عَنْ أَبِيْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত শুরাইহ বিন হযরত আবু শুরাইহ বিন হানি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন? তিনি উত্তর দিলেন: মেসওয়াক করতেন। *(সহীহ মুসলিম)*

(গ) গোসল ও পবিত্রতা

(١) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু মালেক আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। *(সহীহ মুসলিম)*

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটি কর্তব্য যে, সে প্রতি সাত দিনের মধ্যে অন্তত একদিন গোসল করবে, যেদিন সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন জুমার নামাজে আসে, সে যেন গোসল করে নেয়। *(বুখারী, মুসলিম)*

(٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم يغتسل يوم الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে গোসল করতেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

(٥) عَنْ يَعْلَى قال: إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

হযরত ইয়ালা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে খোলা ময়দানে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত লজ্জাশীল ও গোপনীয়তা পছন্দকারী; তিনি লজ্জা ও পর্দা পছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন গোসল করে, সে যেন নিজেকে আড়াল করে নেয়। *(আবু দাউদ, নাসায়ী)*

<u>পঞ্চম অধ্যায়:</u>

পানাহার ও মেহমানদারি

এই অধ্যায়ে পানাহারের আদব সম্পর্কিত হাদিসগুলো পেশ করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি চারটি অংশে বিভক্ত:

(১) প্রথম অংশে ওইসব হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যাতে খাবার শুরু করার ইসলামি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় অংশে এটি জানানো হয়েছে যে, খাবার খাওয়ার পর আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া কীভাবে আদায় করা উচিত।

(৩) তৃতীয় অংশে ওইসব হাদিসের উল্লেখ আছে যা থেকে পানি পানের সুন্নত পদ্ধতিগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

(৪) মেহমানদারি ও মেহমান নওয়াজি সম্পর্কিত কিছু হাদিস এই অধ্যায়ের শেষ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

(ক) খাবার কীভাবে শুরু করা উচিত?

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ - فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِّ اللهَ وَ كُلْ بِيَمِينِكَ وَ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত ওমর ইবনে আবী সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন এক কিশোর ছিলাম; (খাওয়ার সময়) আমার হাত থালার চারদিকে ঘুরত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, "আল্লাহর নাম নাও (বিসমিল্লাহ বলো), তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাও।" *(বুখারী, মুসলিম)*

(٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খাবার খায় এবং খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে (বিসমিল্লাহ বলতে) ভুলে যায়, তবে সে যেন বলে—بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (আল্লাহর নামে এর শুরুতে ও শেষে)।" *(তিরমিজী ও আবু দাউদ)*

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় সে যেন ডান হাত দিয়ে খায়, আর যখন পান করে সে যেন ডান হাত দিয়ে পান করে।" *(সহীহ মুসলিম)*

(٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের কেউ যেন কখনো বাম হাত দিয়ে খাবার না খায় এবং বাম হাত দিয়ে পান না করে। কেননা শয়তান বাম হাত দিয়ে খায় এবং বাম হাত দিয়ে পান করে।" *(সহীহ মুসলিম)*

(٥) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যখন সে কোনো লোকমা আহার করে তাঁর প্রশংসা করে (আলহামদুলিল্লাহ বলে) অথবা পানির কোনো ঢোক পান করে তাঁর প্রশংসা করে।"

(সহীহ মুসলিম)

(٦) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا آكُلُ مُتَّكِئًا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবু জুহাইফাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, "আমি হেলান দিয়ে খাবার খাই না।" *(সহীহ বুখারী)*

(খ) খাবার খাওয়ার পর

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيّ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "শুকরিয়া আদায়কারী আহারকারী ব্যক্তি ধৈর্যশীল রোজা পালনকারীর সমতুল্য।"

(তিরমিজী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন খাবার খাওয়া শেষ করতেন তখন বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন।" *(তিরমিজী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)*

(٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত মুয়াজ বিন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আহার করার পর বলে——

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ.

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এই খাবার খাইয়েছেন এবং আমার কোনো চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই এটি আমাকে দান করেছেন" ।- তবে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। *(তিরমিজী)*

(গ) পানি পানের আদবসমূহ

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা উটের মতো এক নিঃশ্বাসে পানি পান করো না, বরং দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পান করো।

পান করার শুরুতে আল্লাহর নাম নাও (বিসমিল্লাহ বলো) এবং শেষে (আলহামদুলিল্লাহ বলে) আল্লাহর প্রশংসা করো করো।" *(তিরমিজী)*

(٢) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.) পানি পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিজী ও দারেমী)*

(ঙ) মেহমানদারি ও আতিথেয়তা

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা সবাই একত্রে আহার করো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না; কেননা জামাতবদ্ধতার মধ্যেই বরকত রয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ)*

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।"

(বুখারী ও মুসলিম)

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "মেহমানকে বিদায় জানানোর জন্য ঘরের দরজা পর্যন্ত মেহমানের সাথে এগিয়ে যাওয়া সুন্নাত।"

(ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)

ষষ্ঠ অধ্যায়:

পোশাক ও অবয়ব

পোশাক কেমন হওয়া উচিত এবং উত্তম অবয়ব বা গঠন কেমন হয়, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলো এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়টি দুই ভাগে বিভক্ত:

(১) প্রথম অংশে ওইসব সহজ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যা উত্তম পোশাকের সাথে সম্পর্কিত।

(২) দ্বিতীয় অংশে উত্তম অবয়ব বা গঠন সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর নির্দেশিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

(ক) উত্তম পোশাক

(١) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيْلَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

হযরত আমর বিন শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা খাও, পান করো, সদকা করো এবং পোশাক পরিধান করো— যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে অপচয় এবং অহংকার মিশে না যায়।"

(আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

(٢) عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيْضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো; কেননা তা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও অতি উত্তম।"

(আহমদ, তিরমিজী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

(٣) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللهَ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبِيَاضُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা কবরে এবং মসজিদে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার জন্য তোমাদের পোশাকগুলোর মধ্যে সাদা পোশাকই সবচেয়ে উত্তম।" *(ইবনে মাজাহ)*

(খ) অবয়ব ও গঠন

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য (অনুকরণ) অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।"

(আহমদ ও আবু দাউদ)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন ওইসব পুরুষদের ওপর যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ওইসব নারীদের ওপর যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।" *(সহীহ বুখারী)*

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) লানত (অভিশাপ) দিয়েছেন সেই পুরুষের ওপর যে নারীর ন্যায় পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীর ওপর যে পুরুষের ন্যায় পোশাক পরিধান করে। *(আবু দাউদ)*

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যার চুল আছে, সে যেন তার যত্ন নেয়।" *(আবু দাউদ)*

(٥) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) নারীদের মাথার চুল মুণ্ডন (ন্যাড়া) করতে নিষেধ করেছেন। *(নাসাঈ)*

সপ্তম অধ্যায়:

উত্তম আখলাক

এই অধ্যায়ে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সেইসব অমূল্য বাণীসমূহ একত্রিত করা হয়েছে যা উত্তম চরিত্রের ওপর আলোকপাত করে। এই অধ্যায়টি চারটি অংশে বিভক্ত:

(১) প্রথম অংশে উত্তম চরিত্রের ফযিলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় অংশে সত্যবাদিতা ও অন্তরের বিশালতা (উদারতা) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) তৃতীয় অংশে সুন্দর ভাষায় কথা বলা ও সত্যবাদিতার ওপর গুরুত্বারোপকারী হাদিস সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) চতুর্থ অংশে ভেবে-চিন্তে কাজ করা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহ পেশ করা হয়েছে।

(ক) উত্তম চরিত্র

(١) عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

হযরত আনাস (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারস্বরূপ। অতএব আল্লাহর নিকট সৃষ্টির মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে।" *(সুনানে বায়হাকী)*

(٢) عَنْ رَجُلٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ قَالَ: الْخُلُقُ الْحَسَنُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

কাবিলাহ মুজাইনার এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কোনটি? তিনি বললেন, "উত্তম চরিত্র ।" *(সুনানে বায়হাকী)*

(٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "মোমিনদের মধ্যে পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।" *(আবু দাউদ ও দারেমী)*

(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।"

(সহীহ বুখারী)

(٦) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে তারা, যারা তোমাদের মধ্যে সচ্চরিত্রবান।" *(বায়হাকী)*

(খ) সৎ নিয়ত ও উদারতা

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "প্রচুর ধন-সম্পদ থাকার নাম ধনাঢ্যতা নয়; বরং অন্তরের সচ্ছলতাই হলো প্রকৃত ধনাঢ্যতা।"

(বুখারী ও মুসলিম)

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আকৃতি এবং ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তোমাদের অন্তর এবং আমলসমূহের দিকে লক্ষ্য করেন। *(সহীহ মুসলিম)*

(গ) খুশ কালামি ও হক গোয়ী

(١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয়ই কোনো কোনো ভাষণ বা বাগ্মিতা যাদুর মতো প্রভাবশালী হয়ে থাকে। *(সহীহ বুখারী)*

(٢) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ - فَقُلْتُ يَا جِبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: মেরাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের ঐসব বক্তা যারা এমন কথা বলত যা নিজেরা করত না। *(জামে তিরমিজি)*

(ঘ) সুপরিকল্পনা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

(١) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন: হে আবু যর! বিচক্ষণতা বা সুপরিকল্পনার (ভেবে-চিন্তে কাজ করা) চেয়ে বড় কোনো বুদ্ধি নেই। *(সুনানে বায়হাকি)*

(٢) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاِقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ. رواه البيهقي

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হলো অর্ধেক জীবন (জীবিকা) । *(সুনানে বায়হাকি)*

অষ্টম অধ্যায়:

পিতা-মাতার সম্মান ও তাঁদের সেবা

এই অধ্যায়টি পিতা-মাতাকে সম্মান করা এবং তাঁদের সেবা করার গুরুত্বের সাথে সম্পর্কিত। এই অধ্যায়টিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে:

(ক) 'জান্নাত মায়ের পদতলে' — প্রথম অংশে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস পেশ করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় অংশে বাবা-মায়ের সেবা ও আনুগত্যের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

(গ) এই অধ্যায়ের শেষ অংশে ঐসব হাদীসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে পিতা-মাতার সাথে কটু কথা বলা, গালিগালাজ করা এবং তাঁদের অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ক) জান্নাত মায়ের পদতলে

(١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহিমাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জাহিমাহ (রা.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট হাজির হয়ে আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার সংকল্প করেছি এবং আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি উত্তর দিলেন: জ্বী হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তাহলে তাঁর সেবায় লেগে থাকো, কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের নিচেই রয়েছে। *(আহমদ, নাসায়ী ও বায়হাকি)*

(٢) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ فَقَالُوا هِيَ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

হযরত আবু তোফায়েল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী করীম (সা.)-কে জিরানা নামক স্থানে গোশত বন্টন করতে দেখেছি। এমন সময় একজন মহিলা এসে নবী করীম (সা.)-এর নিকটবর্তী হলেন। নবীজি (সা.) তাঁর সম্মানে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন অতঃপর মহিলাটি সেটির ওপর বসলেন। আমি (লোকদের) জিজ্ঞাসা করলাম: ইনি কে? তাঁরা বললেন: ইনি তাঁর (দুধ) মা, যিনি তাঁকে স্তন্যদান করেছিলেন। *(আবু দাউদ)*

(খ) মা ও বাবার মর্যাদা

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সদাচরণের সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে আরজ করল, তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে আবারও আরজ করল, তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে আবারও আরজ করল, তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার বাবা।

(বুখারী ও মুসলিম)

(٢) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ أُمَّكَ. قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

হযরত বাহয বিন হাকিম (রহ.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কার সাথে উত্তম আচরণ করব? তিনি বললেন: তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় আরজ করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন: তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় আরজ করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন: তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় আরজ করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন: তোমার বাবার সাথে, অতঃপর যে নিকটাত্মীয়, তারপর যে নিকটাত্মীয়।

(তিরমিজি ও আবু দাউদ)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: রবের সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং রবের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। *(তিরমিজি)*

(٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً.

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কোনো পুণ্যবান সন্তান যখন তার পিতা-মাতার দিকে দয়া ও মমতার নজরে তাকায়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি নজরের বিনিময়ে একটি কবুল হজের সওয়াব লিখে দেন। *(বায়হাকি)*

(٥) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: সর্বোত্তম নেক কাজ হলো কোনো ব্যক্তির তার পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। *(মুসলিম)*

(গ) পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া ও অবাধ্য হওয়া

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কোনো ব্যক্তির জন্য তার পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি কি তার নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন: হ্যাঁ, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, ফলে সে ব্যক্তিও তার পিতাকে গালি দেয়। আর সে অন্যের মাকে গালি দেয়, ফলে সেও তার মাকে গালি দেয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(٢) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُ اللهُ تَعَالَى مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

হযরত আবু বকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ তাআলা চাইলে সব গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার গুনাহ ব্যতীত। কেননা আল্লাহ অবাধ্য সন্তানকে মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। *(বায়হাকি)*

(٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: খোটা দানকারী ব্যক্তি, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং মদে আসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। *(নাসায়ী ও দারেমি)*

নবম অধ্যায়:

ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশী

ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের সাথে একে অপরের কেমন আচরণ করা উচিত? — এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে দু'টি অংশে হাদিসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:

(ক) প্রথম অংশে ভাই-বোনদের মর্যাদা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সম্পর্কিত সহজ হাদিসগুলোর বর্ণনা রয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় অংশে বন্ধুদের কল্যাণ এবং প্রতিবেশীদের সম্মানের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর কিছু বাণী উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন

(١) عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ كَبِيرِ الْإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: ছোট ভাইদের ওপর বড় ভাইয়ের হক বা অধিকার তেমন, যেমন সন্তানের ওপর পিতার অধিকার। *(বায়হাকি)*

(٢) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি চায় যে তার রিজিকে প্রশস্ততা আসুক এবং তার হায়াত বৃদ্ধি পাক, সে যেন তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(٣) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতঈম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(খ) বন্ধু ও প্রতিবেশী

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم: خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: আল্লাহর নিকট বন্ধুদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম বন্ধু, যে তার বন্ধুর নিকট উত্তম। *(তিরমিজি ও দারেমি)*

(٢) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তি (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন নয় যে পেট ভরে খায় অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। *(বায়হাকি)*

(٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্যায়-উপদ্রব থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না। *(মুসলিম)*

দশম অধ্যায়:

ভ্রাতৃত্ব ও দয়া-মমতা

সারা বিশ্বের সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এই অধ্যায়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এই চেতনা এবং একে অপরের প্রতি দয়া ও মমতা প্রদর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে নবী করীম (সা.)-এর কিছু মূল্যবান বাণী উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি দু'টি অংশে বিভক্ত:

(ক) প্রথম অংশে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনাবলী নিয়ে হাদিসসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় অংশে দয়া, করুণা এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা প্রদর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

(ক) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব

(١) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। *(তিরমিজি)*

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না, তাকে লাঞ্ছিত বা অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না। *(মুসলিম)*

(٤) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا - قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম (অত্যাচারী) হোক কিংবা মজলুম (অত্যাচারিত)। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুম হলে তো তাকে সাহায্য করব, কিন্তু জালেম হলে তাকে কীভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন: তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখবে, আর এটাই হলো তাকে সাহায্য করা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(খ) দয়া ও মমতা

(١) عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

হযরত আনাস (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: সমস্ত সৃষ্টিজগত আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সুতরাং আল্লাহর নিকট সৃষ্টির মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে। *(বায়হাকি)*

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: দয়াকারীদের ওপর পরম দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা জমিনবাসীদের প্রতি দয়া করো, তবে আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। *(তিরমিজি ও আবু দাউদ)*

(٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا. رواه الترمذي

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না। *(তিরমিজি)*

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ـ فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا ـ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) (একবার) হাসান বিন আলী (রা.)-কে চুম্বন করলেন। তখন তাঁর কাছে আকরা বিন হাবিস (রা.) বসা ছিলেন। আকরা বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে, আমি তাদের কাউকেই কখনো চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন: যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

একাদশ অধ্যায়:

জবানের মন্দ দিকসমূহ

আমাদের অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদ মন্দ কথা বা কটূক্তির কারণেই সৃষ্টি হয়. এই অধ্যায়ে জবানের সেই সকল মন্দ দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা পারস্পরিক শত্রুতা, ঘৃণা এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি করে. এই অধ্যায়টি তিনটি অংশে বিভক্ত:

(ক) প্রথম অংশে মিথ্যা বলা এবং নিরর্থক কথাবার্তা বলার মন্দ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে.

(খ) দ্বিতীয় অংশে কাউকে গালি দেওয়া বা মন্দ নামে ডাকার নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে হাদিসসমূহ বর্ণিত হয়েছে.

(গ) তৃতীয় অংশে অন্যের দোষচর্চা করা বা উপহাস করা এবং পরনিন্দা বা গীবত করা সম্পর্কিত নবী করীম (সা.)-এর কিছু মূল্যবান উপদেশ উল্লেখ করা হয়েছে.

(ক) মিথ্যা ও নিরর্থক কথা

(١) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ সাকাফী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কোন জিনিসটিকে ভয় পান? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের জবান (জিহ্বা) ধরলেন এবং বললেন: এটিকে. *(তিরমিজি)*

(٢) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা বর্জন করে—অথচ তা না-হক বা বাতুলতা—তার জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়. *(তিরমিজি)*

(٣) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

হযরত সুফিয়ান বিন আসীদ আল-হাজরামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এটি একটি বড় ধরনের খেয়ানত যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে এমন কোনো কথা বললে যা সে সত্য বলে বিশ্বাস করল, অথচ তুমি তার কাছে মিথ্যা বললে. *(আবু দাউদ)*

(٤) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

হযরত বাহজ ইবনে হাকিম (রহ.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: ধ্বংস তার জন্য যে লোক হাসানোর উদ্দেশ্যে কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস। *(আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও দারেমি)*

(٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ فَيَتَبَاعَدُ الْمَلَكُ عَنْهُ مِيلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যখন কোনো বান্দা মিথ্যা বলে, তখন সেই মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। *(তিরমিজি)*

(খ) মন্দ কথা ও অভিশাপ

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: মুমিন কখনো দোষারোপকারী, লানতকারী, নির্লজ্জ ও অশ্লীলভাষী হতে পারে না।

(তিরমিজি ও বায়হাকি)

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য লানতকারী হওয়া শোভনীয় নয়। *(মুসলিম)*

(গ) পরচর্চা ও চোগলখোরি

(١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কারো দোষ বর্ণনা করা আমি পছন্দ করি না, যদিও এর বিনিময়ে আমাকে অনেক বেশি ধন-সম্পদ দেওয়া হয়।

(তিরমিজি)

(٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম ও আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: আল্লাহর নিকৃষ্টতম বান্দা তারা, যারা চোগলখুরি করে বেড়ায় এবং বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। *(আহমদ ও বায়হাকি)*

(٣) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(বুখারী ও মুসলিম)

দ্বাদশ অধ্যায়

মন্দ চরিত্র ও মন্দ আচরণ

গত অধ্যায়ে এমন কিছু মন্দ আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর সম্পর্ক জিহ্বা বা জবানের সাথে। এই অধ্যায়ে চরিত্র ও আচরণের আরও কিছু মৌলিক মন্দ দিক সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। সফল জীবনের জন্য এসব মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। এই অধ্যায়টি ছয়টি অংশে বিভক্ত:

(ক) প্রথম অংশে কুধারণা ও হিংসার অশুভ পরিণতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় অংশে সব ধরনের অহংকার ও দম্ভ থেকে বেঁচে থাকার তাকিদ দেওয়া হয়েছে।

(গ) তৃতীয় অংশে উত্তেজনা ও রাগ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের উল্লেখ রয়েছে। (ঘ) চতুর্থ অংশে পারস্পরিক মনোমালিন্য যত দ্রুত সম্ভব মিটিয়ে ফেলার গুরুত্ব স্পষ্ট করা হয়েছে।

(ঙ) পঞ্চম অংশে ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে বেঁচে থাকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(চ) জুলুম-অত্যাচার থেকে নিজে বিরত থাকা এবং অন্যদের বিরত রাখা সম্পর্কিত কিছু হাদীস এই অধ্যায়ের শেষ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) কুধারণা ও হিংসা

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো; কেননা কুধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো; কেননা হিংসা নেকীসমূহকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে (ধ্বংস করে দেয়), যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। *(আবু দাউদ)*

(খ) দম্ভ ও অহংকার

(١) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইয়াজ ইবনে হিমার আল-মুজাশিয়ী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করো; যাতে কেউ কারো ওপর অহংকার না করে। *(মুসলিম)*

(٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি আরজ করল, মানুষ তো চায় তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতো সুন্দর হোক। তিনি (সা.) বললেন: আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। আসলে অহংকার হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা। *(মুসলিম)*

(٣) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে মানুষ তার সামনে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। *(তিরমিজি ও আবু দাউদ)*

(গ) রাগ

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ ذَلِكَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর কাছে আরজ করল, আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি (সা.) বললেন: রাগান্বিত হয়ো না। ওই ব্যক্তি বারবার একই আবেদন করল, আর তিনি প্রতিবারই বললেন: রাগান্বিত হয়ো না। *(সহীহ বুখারী)*

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: সেই ব্যক্তি বীর বা শক্তিশালী নয় যে কুস্তিতে অন্যকে আছাড় দেয়; বরং প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(ঘ) পারস্পরিক মনোমালিন্য

(١) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন রাতের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কোনো মুসলমানের জন্য অপর কোনো মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বলা বন্ধ রাখা বা সম্পর্ক ছিন্ন রাখা সংগত নয়। *(আবু দাউদ)*

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কোনো মুমিনের জন্য অপর মুমিনের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখল এবং ওই অবস্থায় মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(আহমদ ও আবু দাউদ)

(ঙ) ফিতনা ও ফাসাদ

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমরা পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকো; কেননা এটি (দ্বীনকে) ধ্বংস করে দেয়। *(তিরমিজি)*

(٢) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়া হলো দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয়। *(তিরমিজি ও আবু দাউদ)*

(চ) জুলুম ও অত্যাচার

(١) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ইয়াজ ইবনে হিমার আল-মুজাশিয়ী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও; যাতে কেউ কারো ওপর জুলুম বা সীমালঙ্ঘন না করে। *(সহীহ মুসলিম)*

(٢) عَنْ أَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

হযরত আউস ইবনে শুরাহবিল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি কোনো জালেমকে শক্তিশালী করার জন্য তার সাথে চলল অথচ সে জানে যে লোকটি জালেম, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। *(বায়হাকি)*

(٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম হোক বা মজলুম। এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুম হলে তো তাকে সাহায্য করব, কিন্তু জালেম হলে তাকে কীভাবে সাহায্য করব? তিনি (সা.) বললেন: তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখবে, এটাই তাকে তোমার সাহায্য করা।

(বুখারী ও মুসলিম)

تمّت بالخير و الحمدُ لله.